SDI

এসডিআই নিউজলেটার

দশম সংখ্যা | অক্টোবর ২০১৫

এসডিআই-এর সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এসডিআই-এর সভাপতি বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ড. মো: আবুল হোসেনকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি পদে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁর এই নিযুক্তিতে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। এসডিআই-এর তৃণমূল পর্যায়ের অংশীদার, সকল কর্মি ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন।

দ্বিতীয় বছরে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প

প্রথম বছরের সফল বাস্তবায়নের পর এসডিআই গত নভেম্বর ২০১৪ থেকে পিকেএসএফ-এর আল্ট্রা পুওর প্রজেক্ট (ইউপিপি)-এর উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের দ্বিতীয় বছরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসডিআই তার কর্ম এলাকার ১৪টি শাখার মাধ্যমে উক্ত কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। শাখা সমুহের মধ্যে ৬টি কক্সবাজার, ৯টি চট্টগ্রাম ও ১টি নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত। প্রসঙ্গত গত নভেম্বর'১৩ থেকে ইউপিপি- উজ্জীবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়।

পৃষ্ঠা- ২, কলাম-৪

জাপান দূতাবাসের মনিটরিং টীমের ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন

জাপান দুতাবাস,বাংলাদেশ ও এসডিআই-এর যৌথ অনুদানে নির্মীয়মাণ এসডিআই-এর ফার্মাস ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। গত ২১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জাপান দুতাবাসের একটি মনিটরিং টীম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। টীমের সদস্যরা হলেন মিস কাত্তয়াসীমা শিওরী, কোমাটসু তাকাহিরো এবং মো: আমিরুল ইসলাম। তারা কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে তারা স্থানীয় নারী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সূয়াপুরে স্বাস্থ্যসেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর শুভ উদ্বোধন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, সোমবার সকালে এসডিআই পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সামছুল হক। সূয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর আবাসিক মেডিকাল অফিসার ড. মো: আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সূয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো: হাফিজুর রহমান সোহরাব। ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনস্যুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট-এর আওতায় স্বাস্থ্য সেবাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে

পৃষ্ঠা- ২, কলাম- ১

এসডিআই-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: ইমদাদুল হকের ইন্তেকাল

এসডিআই-এর সাধারণ পরিষদের সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: ইমদাদুল হক গত ৯ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখে মস্তিষ্ক রক্তক্ষরণজনিত কারণে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুপুর ১.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর। তিনি ঢাকা জেলার ধামরাই কুলিন্দা গ্রামের বাশিন্দা। কর্মময় জীবনে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি বান্নানোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কুলিন্দা মাদ্রাসার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদের ধামরাই থানার সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি'র সহসম্পাদক হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্বরণ করি।

সাহাত্তননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশন সভাপতি'র ইন্তেকাল

সাহাত্তননেছা সামাদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো: আলাউদ্দিন গত ৩ মার্চ, ২০১৫ ইং তারিখ ৯ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মস্তিষ্ক রক্তক্ষরণজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের বাশিন্দা। কর্মজীবনে তিনি মাদারটেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং সাভার অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ভালুম এ আর খান স্কুল ও কলেজের বোর্ড মেম্বার ছিলেন। পরবর্তীতে বিটিএমসি-এর নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষণ অফিসার হিসেবে সৎ ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। অবসরের পর তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহিত জড়িত হন এবং শ্রীরামপুর, সুতিপাড়া ও ধাইরা কবরস্থানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনকালে কবরস্থানের ব্যাপক উন্নয়ন হয়। এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সবার উর্ধ্বে।

শীত বস্ত্র বিতরণ

এবারের শীতে এসডিআই তার সকল কর্ম এলাকার শীতার্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে। পরিবার পিছু ১টি করে মোট ১৯২৭ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়েছে যার মূল্য ছিল ৬,৩২,১৬৬.০০ টাকা। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এগুলো বিতরণ করা হয়।

Institute of Microfinance (InM)
Diploma in Microfinance সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

গত ১৯ আগষ্ট ২০১৫ খৃ: বিকেলে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল হলে উরঢ়ষড়সধ রহ গরপৎড়ভরহধহপব উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ওহংঃরঁঃঃব ড়ভ গরপৎড়ভরহধহপব (ওহগ) পিকেএসএফ ও এমআরএ-এর সহযোগিতায় এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, এ কোর্সে এসডিআই-এর এসিস্ট্যান্ট মনিটরিং অফিসার মিজ সোহেলিয়া নাজনীন হক অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর সভাপতি দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. খলিকুজ্জামান আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও পিকেএসএফ-এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মদ ফরাস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মূখ্য সচিব পিকেএসএফ- এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আবদুল করিম এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর এর্ক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জী। আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর এম.এ. বাকী খলিলি বলেন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ একাডেমিক কমিটির ডিজাইনকৃত এ কোর্সটি বিশ্বমানের। বিশেষ অতিথি মো: আবদুল করিম এই কোর্স মাইক্রোফাইনান্সের দিগন্তে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে বলে মনে করেন। বিশেষ অতিথি মি. অমলেন্দু মুখার্জী বলেন, কোর্সটি মাইক্রোফাইনান্স সেক্টরের জন্যে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী কোর্স। তিনি প্রথম কোর্সে অংশগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের একটি প্রোমোশন দেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ ফরাস উদ্দীন বলেন, এটি একটি বিশ্বমানের কোর্স। কোসর্টি ডিপ্লোমা নাহয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. খলিকুজ্জামান আহমদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন- এ কোর্স সত্যিই প্রসংশার দাবী রাখে। তিনি বলেন, এ কোর্সে দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের বিশিষ্টজন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়েছেন, মতবিনিময় করেছেন। কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ স্বস্ব ক্ষেত্রে মাইক্রো ফাইন্যান্সে বিশেষ করে কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় অবদান রাখবেন বলে তিনি আশা করেন।

জাপান দুতাবাস, বাংলাদেশ ও এসডিআই-এর যৌথ অর্থায়নে ধামরাইয়ে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে

জাপান সরকারের "গ্রান্ট এ্যাসিস্ট্যান্স ফর গ্রাসরুটস হিউম্যান সিকিউরিটি প্রজেক্টস" ও এসডিআই-এর যৌথ অর্থায়নে ধামরাই উপজেলার সূতিপাড়ায় ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টার (এগ্রিকালচার রিসোর্স সেন্টার)-এর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে । জাপান সরকার উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আংশিক অনুদান প্রদান করেছে। সাজ-সরঞ্জামসহ এটির নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে সর্বমোট ৩ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জানুয়ারীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

গত ১৩ই মার্চ, ২০১৪ তারিখে ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর শিরো সাদোশিমা এবং এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক স্বস্ব পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠানে জাপানের মহামান্য রাষ্ট্রদূত বলেন, শতকরা ৮৫ ভাগ গরিব জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে যাদের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদনে অবদান রাখতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক বলেন, এটি একটি বিশেষায়িত কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ হবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্য। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রান্তিক চাষীদের

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদনে অধিকতর দক্ষ করা, পরিবেশ বান্ধব কীট-পতঙ্গ দমন এবং জৈবসার উৎপাদন ও প্রয়োগের কলাকৌশল হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

কমপ্লেক্সটি প্রায় ৯৪৫০ বর্গফুট জুড়ে অবস্থিত। এতে থাকছে তিনতলা ভবন। নীচ তলায় থাকছে ট্রেনিং রুম, ল্যাবরেটরী, ডাইনিং রুম এবং বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতির গুদাম ঘর। দ্বিতীয় তলায় ডরমিটরি এবং তৃতীয় তলায় কনফারেন্স রুম। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় লাগোয়া ১.১ একর জমিতে হাতেকলমে কৃষি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাছাড়া কমপ্লেক্সে গরু ও মুরগিসহ বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শণীর ব্যবস্থা থাকবে।

এসডিআই 'কুয়েত গুডউইল ফান্ড'-এর পার্টনার

মুসলিম দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৮ সালে কুয়েত সরকার 'কুয়েত গুডউইল ফান্ড' (কখঅউউ) গঠন করে। ২০১১ সালে কখঅউউ, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলারের কুয়েত গুডউইল ফান্ড গঠন করে। পিকেএসএফ ১০টি পার্টনার সংস্থার মাধ্যমে এই ফান্ড বিতরণ করছে যার মধ্যে এসডিআই অন্যতম। এ তহবিলের লক্ষ্য হল,

- অতি ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) ও ছোট ঋণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান

ঋণগ্রহীতাদের ভেতর সফল লেনদেনকারী - যাদের ঋণ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যাদের ঋণ চাহিদা বেড়ে গেছে তাদেরকে এই তহবিল থেকে ঋণ দেয়া হয়। এসডিআই-এর মাইক্রোক্রেডিট ঋণসীমা সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। তবে কুয়েত গুডউইল ফান্ড থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়।

এসডিআই এই তহবিলে আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৪০৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। কৃষি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর হতে আগত প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গুটি ইউরিয়া তৈরি, ফেরোমেন ট্র্যাপ ও পোরাস পাইপ ব্যবহার এবং ইউএসজি প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিষমুক্ত সবজি ক্ষেত পরিদর্শন

এসডিআই-এর সহযোগিতায় আবাদকৃত বিষমুক্ত সবজি ক্ষেত পরিদর্শন করেন Centre for Sustainable community Development, Hanoi, Vietnam-এর প্রধান নির্বাহী চযধস ঞযর ঐড়হম এবং ফ্রান্সের নাগরিক ঘধস ঋৎড় চযধহ ঞযধহয। একটি এলাকায় অধিক জমিতে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদিত হতে দেখে তারা বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ভিয়েতনামে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন হয় না বললেই চলে। তারা এদেশের কৃষকদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে আগ্রহের বিশেষ প্রশংসা করেন। তারা মূলত সুগন্ধী তৈরির কাচামাল উৎপাদন ও রফতানি সম্ভাবনা যাচাই করতে এসেছেন। তাদের সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফজলুল কাদের এবং এসডিআই-এর প্রধান নির্বাহী মোঃ সামছুল হক।

পরবর্তীতে পিকেএসএফ অফিসে একটি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৫ইং পালন

গত সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৫ইং পালন করা হয়। জেলা প্রশাসনের সাথে এসডিআই সম্পৃক্ত হয়ে আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালন করেন। সকাল ১০.০০ সময় নোয়াখালী পিটিআই হতে র‍্যালি শুরু হয় এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি গিয়ে র‍্যালী শেষ হয়। র‍্যালি শেষে জেলা শিল্প কলা একাডেমিতে আলোচ্যনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ইলিয়াছ শরিফ পুলিশ সুপার নোয়াখালী। সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মাদ মাহে আলম, জেলা প্রশাসক সার্বিক নোয়াখালী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মঈন উদ্দিন বিএসসি, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগ; জেলা সহকারী পরিচালক শিক্ষা; এসডিআই নোয়াখালী আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ মিলন মিয়া।

সূয়াপুরে স্বাস্থ্যসেবা : শুভ উদ্বোধন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসডিআই-এর সূয়াপুর শাখার আওতাধীন এলাকার ৩টি ইউনিয়নে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নেতৃত্বে প্যারামেডিক দ্বারা প্রতিমাসে ৪টি স্বাস্থ্য সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচলনা করা হয়। বাৎসরিক স্বাস্থ্য সেবা মূল্য সদস্য প্রতি ১৬৮.০০ টাকা।

এ প্রকল্পটি পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন বা পিকেএসএফ-এর একটি পরীক্ষামূলক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম। মূলত: ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্যারামেডিকস সেবা প্রদানে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা সেবা প্রদানে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের ধারণা থেকে পিকেএসএফ এ প্রকল্পে অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে।

এসডিআই-ডিপিএস কর্মসূচি

এসডিআই তার সমিতি সদস্যদের স্বাবলম্বী করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান করার লক্ষ্যে মাসিক জমা ভিত্তিতে একটি মেয়াদী আমানত কর্মসূচি চালু করছে।

এই কর্মসূচির আওতায় নিয়মিত সঞ্চয়কারীরা যে নিরাপত্তা সুবিধাগুলি পাবেন তা হল:

- মেয়াদান্তে জমাকৃত অর্থ আকর্ষণীয় লভ্যাংশসহ ফেরত।
- আয়বর্ধনমূলক কাজের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ সুবিধা ।

কর্মসূচির আওতায় সদস্যগণ মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সঞ্চয় জমা রাখতে পারবেন। সর্বনিম্ন মাসিক সঞ্চয় ১০০ টাকা। সঞ্চয়ের হার ১০০ টাকার গুণিতক যে কোন পরিমাণ হতে পারে। প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে মাসিক সঞ্চয় জমা দিতে হবে।

নির্বাহী পরিচালকের কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শন

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক গত ৫ আগস্ট ২০১৫ থেকে ৭ আগস্ট ২০১৫, তিন দিন কক্সবাজার কর্মসূচী অঞ্চল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন এসডিআই-এর এসিস্ট্যান্ট মনিটরিং অফিসার মিস সোহেলিয়া নাজনীন এবং জার্মানীর মিস ইষ্টার ফাভেল। মিস ফাভেল মাইক্রেক্রেডিট কার্যক্রমের বিষয়ে

সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তিনি সংস্থার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরপর তিনি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন গ্রহণকারী রামু উপজেলার চাকমারকুল ইউনিয়নের মিয়াজী পাড়া গ্রামের অতিদরিদ্র সদস্যা রেহেনা বেগমের সেলাই প্রকল্প পরিদর্শন

অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইন্টার্ন হিসেবে এসডিআই-এর কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। ইষ্টার ফাভেল বলেন, বাংলাদেশ সফর বিশেষত এসডিআই-এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তার শিক্ষা জীবনের এক অমুল্য অর্জন। প্রসঙ্গত, তিনি ইমপ্যাক্টা নামক জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষানবিসি হিসেবে বাংলাদেশে এসেছেন।

৫ই আগস্ট নির্বাহী পরিচালক কক্সবাজার অঞ্চলের সোনারপাড়া শাখার আওতাধীন জালিয়াপালং ইউনিয়নের বাইলাখালী গ্রামে ঝর্না মহিলা সমিতির ইউপি সদস্যা খালেদা বেগমের পানচাষ প্রকল্প ও ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন মডেল খামার প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

৬ আগস্ট তিনি রামু শাখার আওতাধীন রামু উপজেলায় ফতেখাঁর কুল ইউনিয়নের বড়ুয়া পাড়ায় সোনালী সমিতি'র মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যা পরবর্তী সদস্যাদের

করেন।

একই দিন তিনি কক্সবাজার সদর উপজেলায় রোমালিয়া ছড়ায় মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় দিগন্ত সমিতির জোবাইদা আক্তারের পানি রিফাইনিং প্রকল্প পরিদর্শন করেন। বিশুদ্ধপনি সরবরাহ করে মানুষকে পানিবাহিত নানাবিধ রোগ হতে মুক্ত রাখতে এ প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম ও পানি রিফাইনিং নিছক ব্যবসা নয়,বরঞ্চ এটা একটি সামাজিক ব্যবসা এ কথা উদ্যোক্তা সদস্যাকে মনে করিয়ে দেন।

৭ আগস্ট এসডিআই-এর কক্সবাজার জেলার আঞ্চলিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উজ্জীবিত প্রকল্পের কর্মসূচি সমন্বয়কসহ জেলায় কর্মরত সংস্থার ক্রেডিট প্রোগ্রাম ও উন্নয়ন প্রকল্প কর্মিগণ।

নিবার্হী পরিচালক কর্মিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক্রেডিট প্রোগ্রাম ও ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম একসাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে দ্রুত দরিদ্র মানুষের সর্বাধিক আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

আঞ্চলিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

যথারীতি জুলাই ও আগষ্ট মাসে এসডিআই-এর বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ৬ মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় প্রতিটি অঞ্চলের পূর্ববর্তী ৬ মাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যলোচনা করা হয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিকুলতা শনাক্ত করা হয় এবং উত্তোরণের উপায়গুলো সুপারিশ করা হয়। এর ভিত্তিতে পরবর্তী ৬ মাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাসিক ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এবারের সমন্বয় সভায় এই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫) কৃষি খাতে অধিক ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় হয়।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকের তরুণের মাদকাসক্তি মুক্তকরণ উদ্যোগ

ধামরাই উপজেলায় শ্রীরামপুর গ্রামের সহজ সরল ২০ বছর বয়সী ছেলে আনিসুর রহমান। অসৎসঙ্গের কারণে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ বয়সেই সে হৃদরোগসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক গত ঈদে নিজ গ্রাম শ্রীরামপুরে ঈদ উৎসব পালন করতে গেলে বিষয়টি গ্রামের লোকজন তাঁর নজরে আনে। তিনি আনিসুরকে তৎক্ষণাৎ ঢাকাস্থ তেজগাঁও সরকারী কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ২৩ জুলাই,২০১৫ তারিখে তাকে হাসাপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হয়। রিলিজ পেয়ে ঢাকায় জনাব সামছুল হকের সাথে দেখা করে আনিস প্রতিশ্রুতি দেয়, আর কোন দিন সে নেশা করবে না। ডাক্তার তাঁকে আরো ৩ মাস পর্যবেক্ষণে রাখার জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতি ১৫ দিন পরপর তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে চেক করাতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আনিস হাসপাতালের চিকিৎসায় খুব খুশি।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে ইউএনডিপি-এসডিআই অংশীদারীত্ব চুক্তির নবায়ন

একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন সাপেক্ষে, ইউএনডিপি যোগ্য বিবেচিত বেসরকারী সংস্থাগুলোকে তার বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশীদার করে থাকে। ইউএনডিপি বাৎসরিক ভিত্তিতে উক্ত অংশীদারীত্ব চুক্তি নবায়ন করে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ইউএনডিপি ২০১৫-১৬ সালের জন্য এসডিআই-এর সাথে অংশীদারীত্ব চুক্তি নবায়ন করেছে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সাল হতে এসডিআই ইউএনডিপি'র ত্রাণ কর্মসূচীর অংশীদার।

এসডিআই : সম্মাননা প্রদান

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশ জোর দিয়েছে। টঘউঝঈঞর ঔধপশ উড়ষড়ৎ কমিশন শিক্ষাকে আজীবন শিখনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে যা মূলত চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যথা- (১) জানার জন্যে শেখব, (২) বাঁচার জন্যে শেখা, (৩) মিলেমিশে বাস করতে শেখা এবং (৪) বিকশিত হওয়ার জন্যে শেখা। আজকের এই কর্মসূচির লক্ষ্যই হচ্ছে ধামরাই উপজেলার শিক্ষার্থীদের কাছে এই বার্তা গুলি পৌছে দেয়া।

শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক বৈষম্য কমাতে এবং নিম্ন মেধাসম্পন্নদের মেধা উন্নয়ন ঘটাতে বেশ কিছু লক্ষ্যণীয় ও করণীয় বিষয় রয়েছে ।

মেধা বৃত্তি প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ধামরাই উপজেলার ১৭৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। এ বৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও উৎসাহ যোগানো।

একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যদি উজ্জীবিত রাখতে চাই, আমাদের স্বাধীনতার সত্যিকার ইতিহাসকে যদি ধরে রাখতে চাই, তবে শিক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধকে একসূত্রে বেঁধে দিতে হবে।

প্রধান অতিথি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান একান্তই বিরল। নি:সন্দেহে এটি একটি মহতী উদ্দ্যোগ, এজন্যে এসডিআইকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি এসডিআইকে অনুসরণ করে সামর্থ্যবানদের এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণে আহবান জানান। মুখ্য সম্মানিত অতিথি বলেন, কচিকাচারা দেশের ভবিষ্যৎ। এদেও উৎসাহিত করে মেধা বিকাশের যে কার্যক্রম এসডিআই গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। সভাপতি শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে বিদ্যালয় শিক্ষক, ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রসঙ্গত, এসডিআই-এর সিএসআর কর্মসূচির আওতায় এসব অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়।

ডিসি গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট শুরু

গত ১২ এপ্রিল,২০১৪ তারিখে ভালুম আতাউর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে ঢাকা জেলা ডিসি গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট-এর উদ্বোধন হয়। ঢাকা জেলার বিভিন্ন দল নিয়ে আয়োজিত এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা প্রশাসক শেখ ইউসুফ হারুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং সজাগ-এর নির্বাহী পরিচালক আ: মতিন। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী দিনে সাভার টিম ও সাভার একাদশ-এর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ খেলায় সাভার টিম জয়ী হয়। খেলা শেষে পুরুস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য এম এ মালেক।

এসডিআই মেধাবৃত্তি ২০১৫ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান

ফাউন্ডেশন চত্বরে আয়োজিত বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আবুল হোসেন, প্রোভিসি-জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান-এসডিআই। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ মালেক। অনুষ্ঠানে মুখ্য সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসডিআই-এর প্রধান নির্বাহী মোঃ সামছুল হক। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষার ধারনা একটি ব্যাপক পরিব্যপ্ত বিষয়। 'জমতিয়েন সম্মেলন' ও 'ডাকার ফোরাম', মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার উপর বেশ জোর দিয়েছে। টঘঊঝঈঙর ঔধপশ উড়ষড়ৎ কমিশন শিক্ষাকে আজীবন শিখনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে যা মূলত চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যথা- (১) জানার জন্যে শেখব, (২) বাঁচার জন্যে শেখা, (৩) মিলেমিশে বাস করতে শেখা এবং (৪) বিকশিত হওয়ার জন্যে শেখা। আজকের এই কর্মসূচির লক্ষ্যই হচ্ছে ধামরাই উপজেলার শিক্ষার্থীদের কাছে এই বার্তা গুলি পৌছে দেয়া।

শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক বৈষম্য কমাতে এবং নিম্ন মেধাসম্পন্নদের মেধা উন্নয়ন ঘটাতে বেশ কিছু লক্ষ্যণীয় ও করণীয় বিষয় রয়েছে ।

মেধা বৃত্তি প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ধামরাই উপজেলার ১৭৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। এ বৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও উৎসাহ যোগানো।

একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যদি উজ্জীবিত রাখতে চাই, আমাদের স্বাধীনতার সত্যিকার ইতিহাসকে যদি ধরে রাখতে চাই, তবে শিক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধকে একসূত্রে বেঁধে দিতে হবে।

প্রধান অতিথি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান একান্তই বিরল। নি:সন্দেহে এটি একটি মহতী উদ্যোগ, এজন্যে এসডিআইকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি এসডিআইকে অনুসরণ করে সামর্থ্যবানদের এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণে আহবান জানান। মুখ্য সম্মানিত অতিথি বলেন, কচিকাচারা দেশের ভবিষ্যৎ। এদেও উৎসাহিত করে মেধা বিকাশের যে কার্যক্রম এসডিআই গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। সভাপতি শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে বিদ্যালয় শিক্ষক, ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রসঙ্গত, এসডিআই-এর সিএসআর কর্মসূচির আওতায় এসব অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়।

স্থায়ী জমা ও দ্বিগুণ জমা সঞ্চয় কর্মসূচি

এসডিআই তার সদস্য ও কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো:

১. এককালীন জমার বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী জমা প্রকল্প (ঝঞঊঝ) বা মাসিক/বার্ষিক লভ্যাংশ প্রকল্প।

২. এককালীন জমার বিপরীতে ৭ (সাত) বছরে লভ্যাংশসহ মূল আমানতের দ্বিগুণ প্রকল্প (উউঝ) বা দ্বিগুণ মুনাফা প্রকল্প।

এককালীন জমার বিপরীতে মাসিক/বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

এককালীন সঞ্চয় জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে জমাকারীকে যে কোন সমিতির আওতায় সদস্য হিসেবে ভর্তি হতে হবে। অর্থাৎ এরূপ জমাকারীও একজন সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। আগ্রহী একজন ব্যক্তি/সদস্য সর্বনিম্ন ৫,০০০/- বা ৫,০০০/-এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে পারবেন। মেয়াদি সঞ্চয়/আমানত ন্যূনতম ১ বছর মেয়াদী হতে হবে। আমানতকারীকে বাৎসরিক ভিত্তিতে ১২% লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। মাসিক ভিত্তিতে লভ্যাংশ গ্রহণে আগ্রহী আমানতকারীকে প্রতি লাখ টাকার বিপরীতে ১,০০০ টাকা (বার্ষিক সরল সুদে ১২%) হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। এরূপ সদস্য তার সঞ্চয় উত্তোলন করে নিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

এককালীন জমার বিপরীতে ৭ (সাত) বছরে লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

এককালীন সঞ্চয় এর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি/সদস্য ১০,০০০ টাকা বা এর উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে পারবেন; জমাকৃত অর্থ যে তারিখে জমা করা হবে তার ৮৪ মাস পূর্ণ হওয়ার পর তিনি জমাকৃত অর্থের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ফেরত পাবেন; নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্তিতে আমানতকারী জমাকৃত টাকা উত্তোলন না করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী এক বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে; এবং তিনি বার্ষিক ১২% হারে সুদ প্রাপ্য হবেন; একবছরের কম সময়ের মধ্যে উত্তোলন করলে ৬%, ১ বছরের অধিক দুই বছরের কম ৭%, দুই বছরের অধিক কিন্তু ৩ বছরের কম হলে ৮%, ৩ বছরের অধিক কিন্তু ৪ বছরের কম হলে ৯%, ৪ বছরের অধিক কিন্তু ৫ বছরের কম হলে ১০% এবং ৫ বছরের অধিক হলে ১১% হারে সুদ পাবেন।

সূয়াপুরে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে

এসডিআই ধামরাই উপজেলার সূয়াপুর, সূতিপাড়া ও শিমুলিয়া ইউনিয়নে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোপূর্বে, ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৪ সালের জুন মাস, এসডিআই সূয়াপুর ইউনিয়নে পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে।

প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতাধীন খাতগুলো হচ্ছে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন (দরিদ্র ও অতিদ্ররিদ্রদের জন্য পৃথক বরাদ্দ), মৎস্য চাষ (প্রদর্শনী খামার) প্রভৃতি। কৃষি ইউনিটের খাতগুলো হচ্ছে হাতে কলমে কম্পোস্ট তৈরি, পোরাস পাইপ স্থাপন, শ্যালো মেশিন ক্রয়, ফেরোমন ফাঁদ প্রযুক্তি সরবরাহ, ইউরিয়া সুপার গ্রান্যুউলার তৈরি, উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের বীজ সরবরাহ ও মাঠ দিবস আয়োজন ইত্যাদি।

"সুস্থ জীবন"-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ধানমন্ডি লেকপাড় কেন্দ্রীক সংগঠন "সুস্থজীবন"-এর ২০১৪ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা ধামরাইয়ের ভালুম আতাউর রহমান কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এসডিআই-এর প্রধান নির্বাহী সামছুল হক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালযের প্রোভিসি ড. আবুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ভালুম আতাউর রহমান কলেজ এর অধ্যক্ষ এম এ জলিল উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক

প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের কোষাধক্ষ নিতাই সাহা। সভা শেষে সদস্যগণ বালিয়াহাটি জমিদার বাড়ি এবং এসডিআই সদস্যদের বিষ-মুক্ত সবজি খামার পরিদর্শণ করেন।

ধামরাইয়ের প্রাচীনতম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৫তম বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

আড়ম্বরের সাথে সম্পন্ন হল ধামরাই উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত এলাকার প্রাচীনতম প্রাথমিক বিদ্যালয় - শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রাক্তন ছাত্র এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়; অধ্যাপক এমএ জলিল, অধ্যক্ষ ভালুম আতাউর রহমান মহাবিদ্যালয় এবং মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান সূতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান রমিজুর রহমান চৌধুরী রোমা।

প্রায় শত বছরের পুরোনো এ বিদ্যালয়টির ভবন টিনের তৈরি, মেঝে কাঁচা। এ গ্রাম থেকে পল্লী বিদ্যুতের শুভ যাত্রা হলেও বিদ্যালয়টিতে বিদ্যুত সংযোগ নেই। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বিদ্যালয় ভবন দালান করা এবং অনতিবিলম্বে বিদ্যুত সংযোগ প্রদানে সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগ নেয়ার জোর আবেদন জানান।

প্রধান অতিথি তাঁর শৈশব স্মৃতি বিজড়িত এ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে এলাকাবাসীর দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর পিতা ও মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে গঠিত সাহাত্তননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণী উর্ত্তীণ চার জন গরিব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের ছাত্রদের ভারতের লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত বায়োটেকনোলজী ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ

ভারতের লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বায়োটেকনোলজী ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ থেকে ৪০ জন ছাত্রের একটি টীম অংশগ্রহণ করেছে। Fourth International Festival of Biotechnology শীর্ষক এই ফেস্টিভ্যাল শুরু হয় ৩ আগস্ট এবং শেষ হয় ৭ আগস্ট। এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকের ছেলে মুহিত তানজীম হক এ টীমের অন্যতম সদস্য। বাংলাদেশ টীম প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে। প্রসঙ্গত, এসডিআই উক্ত টীমের সদস্যদেরকে উপহার হিসেবে প্রিন্টেড গেঞ্জি প্রদান করেছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৪, ধামরাই উপজেলা মেধা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মেধা অন্বেষণ কার্যক্রমের প্রথম ধাপে প্রতিটি উপজেলায় মেধা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি স্কুল ও কলেজ থেকে নির্বাচিত ২ জন করে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এ মেধা যাচাই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ লাভ করে।

দেশব্যাপী মেধা যাচাই-এর অংশ হিসেবে গত ১০মে, ২০১৪, শনিবার ধামরাই উপজেলা মেধা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার সকল স্কুল ও কলেজ থেকে নির্বাচিত মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করেন। ভালুম আতাউর রহমান স্কুল এন্ড কলেজে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মেধা যাচাই পরীক্ষা উপলক্ষে একই কলেজের কনফারেন্স রুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভালুম আতাউর রহমান স্কুল এন্ড কলেজ-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ জলিল। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং সজাগ-এর নির্বাহী পরিচালক এম এ মতিন।

একই দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ধামরাই উপজেলা থেকে মোট ১২ জন সৃজনশীল মেধাবী জেলা সৃজনশীল মেধা যাচাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সকল জেলায় এভাবে মেধা যাচাই করা হয় এবং জেলার যাচাইকৃতদের নিয়ে জাতীয় সৃজনশীল মেধা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে পাওয়া যায় দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবীদের।

দ্বিতীয় বছরে : উজ্জীবিত প্রকল্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উজ্জীবিত-এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল, কর্ম এলাকায় বসবাসরত নারী প্রধান ও ঝুঁকিপ্রবণ অতিদরিদ্র খানাগুলোর চরম দারিদ্র্য অবস্থার টেকসই বিমোচন। প্রকল্পের লক্ষ্য এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য বহির্ভূত অন্য সকল নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমগুলো হলো – ১.দক্ষতা, সামর্থ্য এবং সচেতনা বৃদ্ধি, ২.আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অকৃষিজ খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ৩.যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ৪.বসতভিটায় সবজি চাষ এবং ৫.ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচ্ছন্ন থাকতে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি।

গত ৪-৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশস্থ ফুড সিকিউরিটি এ্যডভাইজর মনজুরুল আলম কজ্বাজার অঞ্চলের উজ্জীবিত-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি এসডিআই-এর উজ্জীবিত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের : মতবিনিময়

শেষ পাতার পর

এসডিআই-এর কারিগরী ও সার্বিক সহায়তায় বিষমুক্ত সবজি চাষ প্রকল্প দেখে এর ভূয়সি প্রশংসা করেন।

এরপর এসডিআই-এর অমৎরপঁষঃঁৎব জবংড়ঁৎপবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরিদর্শন কালে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকল্পের উদ্দেশ্যসহ সার্বিক দিক তুলে ধরেন। জেলা প্রশাসক ঈবহঃবৎ-এ চারশতাধিক নারী-পুরুষ উপকা সদস্যের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক। জেলা প্রশাসক বেশ কয়েকজন সদস্যের নিকট থেকে এসডিআই-এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা শুনে এসডিআই-এর কাজের প্রশংসা করেন এবং এসডিআই-এর এসব কাজ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস ভাবে এসডিআই কাজ করে যাবে বলে নিবার্হী পরিচালক অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারকারীদের নিয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৪ এসডিআই-এর ধামরাই শাখা কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকারী কৃষকদের নিয়ে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। ধামরাই উপজেলার সুতিপাড়া ইউনিয়নের রৌহা ফুলতলা গ্রামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মোট ৫০ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন।

এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো: কোরবান আলী। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর মো: কামরুজ্জামান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুবকর হাজারী, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান, কৃষি কর্মকর্তা আবু নাঈম এবং শাখা ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন।

মাঠ দিবসে কৃষক গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তারা গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করেন। উপজেলা কৃষি সহকারী কর্মকর্তা কৃষকের সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। মাঠ দিবস আয়োজনের মধ্য দিয়ে কৃষক আগামীতে আরো বেশি জমিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। প্রসঙ্গত, ছিটানো ইউরিয়ার চেয়ে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ অনেক সাশ্রয়ী।

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন-এর রজতজয়ন্তী উদযাপন ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হোল পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন-এর রজতজয়ন্তী উদযাপন ও উন্নয়ন মেলা-২০১৪। ২৬শে অক্টাবর, ২০১৪ থেকে অনুষ্ঠিত ৭ দিন ব্যাপী এ মেলায় অন্যান্যদের সাথে এসডিআইও স্টল দিয়ে অংশগ্রহণ করে। এসডিআই-এর ষ্টলে ধামরাইয়ের ঐতিহ্যবাহী তামা-কাসা পণ্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এসডিআই সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যেমন মৃৎ শিল্প, তাঁত শিল্প, পাটজাত দ্রব্যসহ নানা প্রকার আকর্ষণীয় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। তবে মেলায় এসডিআই-এর কৃষক সদস্যগণ কর্তৃক উৎপাদিত বিষমুক্ত সবজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ টাকার সবজি বিক্রি হয়েছে। এছাড়া এসডিআই-এর বিষমুক্ত সবজি চাষী আ: কাদের সেরা কৃষকের পুরষ্কার লাভ করেন। তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। রজত জয়ন্তী উদযাপন ও উন্নয়ন মেলায় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রি অংশগ্রহণ করেছেন।

এসডিআই-এর বীমা কার্যক্রম প্রসার লাভ করছে

বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো প্রায়শ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ ব্যাধি, শস্য ও প্রাণিসম্পদহানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হন যা তাদেরকে প্রায়শ: চরম দুরাবস্থায় ঠেলে দেয়। নানা সূত্র থেকে ধার দেনা করে ও সম্পদ বিক্রি করে তারা ক্ষতি সামাল দিতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে এসডিআই-এর বীমা কার্যক্রম তাদের জন্য একটি উপযোগী ব্যবস্থা হতে পারে। দরিদ্র পরিবারগুলোর এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ, জাপান ফান্ড ফর পর্ভাটি রিডাকশন-এর অর্থায়নে এবং এডিবি-এর ব্যবস্থাপনায় নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য বীমা কার্যক্রম গ্রহণে সহযোগী সংস্থাসমূহকে অর্থায়ন করছে। এসডিআই শুরু থেকেই পিকেএসএফ-এর এ কর্মসূচীর অংশীদার। এসডিআই তার বীমা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করে চলেছে।

বিষ মুক্ত সবজি মেলা-২০১৪

পরিচালক মো: আব্দুল করিম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ফজলুল কাদের। আরো উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা চেয়ারম্যান মো: তমিজউদ্দিন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আসাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আব্দুল করিম বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং কৃষকের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষে পিকেএসএফ এসডিআইকে এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। তিনি আরো বলেন, ধামরাই ও সাভার উপজেলার কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কীটনাশকমুক্ত সবজি চাষের ক্ষেত্রে এসডিআই প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি এই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি ফজলুল কাদের বলেন, কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত বিষমুক্ত তথা নিরাপদ সবজি ব্রান্ডিং করে বিপণন হবে পিএকএসএফ ও তার সহযোগী সংস্থার জন্যে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ।

এসডিআই নিউজলেটার

বিষ মুক্ত সবজি মেলা–২০১৪

এসডিআই-এর প্রত্যক্ষ কারিগরি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে সাভার উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন এবং ধামরাই উপজেলার সোমভাগ ও রোয়াইল ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের ৩০০জন কৃষক প্রায় ১৬৬০ বিঘা বা ৫৫০ হেক্টর জমিতে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করে আসছে। এখানে আবাদকৃত শীতকালীন সবজির মধ্যে রয়েছে লাউ, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলী, ওলকপি, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা, শসা, বেগুন ও সীম। আর গ্রীষ্মকালীন সবজিগুলো হলো - চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙে, ধুন্দল, বেগুন, পটল ইত্যাদি।

বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন কৌশল ছড়িয়ে দেয়া এবং ক্রেতাদের বিষমুক্ত সবজি ক্রয়ে উৎসাহিত করতে এসডিআই গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ধামরাই উপজেলা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে বিষমুক্ত সবজি মেলা, ২০১৪-এর আয়োজন করে। এ মেলা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এই ব্যতিক্রমধর্মী মেলায় এসেছে সবজি ক্রয় করতে ও বিষমুক্ত সবজি সম্পর্কে ধারণা নিতে। মেলা উপলক্ষে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এমএ মালেক এবং সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। মেলা উদ্বোধন করেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ। মেলার ভূয়সী প্রশংসা করে মাননীয় সংসদ সদস্য এমএ মালেক বলেন, এ মেলার মাধ্যমে কৃষক, ভোক্তা ও বাজারজাত প্রক্রিয়ায় জড়িত সকলেই উপকৃত হবেন আশা করি।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মুখ্য সচিব, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আব্দুল করিম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ফজলুল কাদের। আরো উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা চেয়ারম্যান মো: তমিজউদ্দিন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আসাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আব্দুল করিম বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং কৃষকের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষে

পৃষ্ঠা- ১১, কলাম-১

ঢাকা জেলা প্রশাসকের এসডিআই-ধামরাই অঞ্চলের প্রকল্প পরিদর্শন এবং সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়

গত ১৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এসডিআই- এর ধামরাই অঞ্চলের সুতিপাড়া শাখার উপকারভোগী সদস্যদের প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তার সাথে আরো ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ জসিম উদ্দিন, ধামরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ এস.এম রফিকুল ইসলাম, ধামরাই থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তামোঃ ফিরোজ তালুকদার , ধামরাই উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসাঃ সোহানা জেসমিন মুক্তা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ আহম্মদ আল জামানসহ এলাকার

পৃষ্ঠা- ১০, কলাম-১

এসডিআই মেধাবৃত্তি ২০১৫ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান

গত ৩ জুলাই, ২০১৫ ধামরাই উপজেলার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৬৩ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং শ্রীরামপুর ও সুতিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। একইসাথে ধামরাই উপজেলার ২৫ জন প্রতিবন্ধী, উপার্জনে অক্ষম ও বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদেও প্রতিজনকে দেড় বান করে ঢেউটিন উপহার দেয়া হয়।

ধামরাই উপজেলার শ্রীরামপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক সড়ক সংলগ্ন ফাউন্ডেশন চত্বরে আয়োজিত বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আবুল হোসেন, প্রোভিসি- জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারম্যান-এসডিআই। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ মালেক। অনুষ্ঠানে মুখ্য সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসডিআই-এর প্রধান নির্বাহী মোঃ সামছুল হক। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষার ধারনা একটি ব্যাপক পরিব্যপ্ত বিষয়। 'জমতিয়েন সম্মেলন' ও 'ডাকার ফোরাম', মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার উপর বেশ জোর

পৃষ্ঠা- ৬, কলাম-৪

সম্পাদনা পরিষদ : সামছুল হক, এবি সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম; যোগাযোগ : বাড়ী ৪/এ (৩য় তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯৩৮৬৩৬; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১৪৫৩৮১; ই-মোইল : sdi.hoffice@gmail.com, sdi@sdi.org.bd; ওয়েবসাইট : www.sdi.org.bd